খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

নেটওয়ার্ক পরিচালনা গাইডলাইন

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশে ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠন ও নেটওয়ার্ক দীর্ঘ সময়কাল ধরে খাদ্য অধিকার ইস্যুতে এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ২০১৫ সালে ঢাকায় 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষদিন ১ জুন ২০১৫ অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের বিশেষ সভা'য় অংশগ্রহণকারী নাগরিক সমাজ এর সংগঠন ও নেটওয়ার্ক, কৃষক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, আদিবাসীদের সংগঠন, গবেষক, শিক্ষাবিদ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বঞ্চিত ও প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের একটি সম্মিলিত জোট (Umbrella Network) হিসেবে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' আত্মপ্রকাশ করে। একইসাথে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সনদ' গৃহীত হয় এবং ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। সেই থেকে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' খাদ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহে জাতীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারকদের সাথে মতবিনিময় করে আসছে। পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ও সাংগঠনিক বিষয়ে ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক বছর কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের নীতি-নির্ধারণ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে **খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ**-এর 'পরিচালনা গাইডলাইন' প্রণয়ন এবং কার্যকর করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

নেটওয়ার্ক -এর নাম:

বাংলায় : **খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ**

ইংরেজিতে : **Right to Food Bangladesh-RtF BD**

নেটওয়ার্ক-এর সচিবালয়:

এই নেটওয়ার্ক-এর সচিবালয় ঢাকা মহানগরে অবস্থিত হবে।

কর্ম-এলাকা:

সমগ্র বাংলাদেশ।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ -এর ভিশন/Vision:

- **ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত ন্যায্য সমাজ।**
  A hunger and poverty free Just Society.

মিশন/Mission:

- **জনগণ বিশেষত দরিদ্র, প্রান্তিক, নারী ও শিশুদের খাদ্য অধিকার এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ যা ক্ষুধা ও দারিদ্রের অন্তর্নিহিত কারণসমূহকে দূরীভুত করবে।**

  Ensured right to food and nutritional security for citizens especially for the poor, marginalized, women and children and it will decline the underlying causes of hunger and poverty.

উদ্দেশ্য/Objectives:

- **স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং সংহতি ও সম্মিলিত উদ্যোগের জন্য দক্ষিণ এশিয়া ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহন, বৈষম্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে গভীরতর করা।**

  To strengthen Right to Food Bangladesh network at local and national level and deepening south asia region and international process for participation, non-discrimination and empowerment of citizens for solidarity and communicative action.

- **সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্য অধিকার আইন- এর কাঠামো ও বিধান এবং এ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।**

  To develop and formulate a legal framework and regulatory provisions as right to food law and related national policies for ensuring right to adequate food and nutritional security for all.

- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস), সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে মনিটরিং করা, যা খাদ্য অধিকার অর্জনে সহায়ক হবে।

  To monitor the social protection program based on NSSS, Seventh Five year plan and SDGs for improved implementation towards achieving the Right to Food.

- টেকসই কৃষির জন্য ক্ষুদ্র চাষী, স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনকারী এবং কমিউনিটির স্থানীয় জীববৈচিত্র্য, কাজ ও কর্মসংস্থানের অধিকার এবং নিরাপদ ও নবায়নযোগ্য বীজ ও বাজার অভিগম্যতার সার্বভৌম অধিকার সুরক্ষা ও নিশ্চিত করা।

  To safeguard and ensure the sovereign rights of small holder agriculture, local food producers and communities to the biodiversity, right to work and employment, access to safe and renewable seed and market for sustainable agriculture.

- অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জমির মালিকানা ও অধিকার, নিরাপদ খাদ্য, খাদ্য অপচয়, পানি অধিকার এবং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষাকারী এজেন্সীসমূহের আইনী, নিয়ন্ত্রক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ এবং ম্যানডেটের পর্যাপ্ততা ও কার্যকারিতা মনিটরিং ও পরিমাপ করা।

  To monitor and measure the adequacy in a rights-based perspective of land ownership and tenure rights, food safety, food wastage, water rights and consumer protection agencies' legal, regulatory and institutional structures and the mandates of relevant institutions.

সদস্যপদ:

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের সংগঠন/নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক বিধায় সংগঠন সদস্য ও ব্যক্তিগত সদস্য ২ ধরণের সদস্য পদ প্রদান করা হবে। এই সদস্যরাই নেটওয়ার্কের সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

ক. সংগঠন সদস্য (Organization Member)
খাদ্য অধিকার, পুষ্টি নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত অথবা আগ্রহী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের সংগঠন/নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কৃষক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সংগঠন, নেটওয়ার্কের ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর সাথে একমত হয়ে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সনদ'-এ স্বাক্ষর করলে সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনক্রমে সদস্য হতে পারবেন।

খ. ব্যক্তি সদস্য (Individual Member)
খাদ্য অধিকার, পুষ্টি নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত অথবা আগ্রহী নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা ও মিডিয়ায় কর্মরত ব্যক্তি ইত্যাদি যারা নেটওয়ার্কের ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর সাথে একমত পোষণ করেন, সে সকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কমিটির আমন্ত্রণ সাপেক্ষে ব্যক্তি সদস্য হতে পারবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ:

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান এবং সহায়তার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট নাগরিক, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। জাতীয় কমিটির সভায় ৫-১১ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। প্রয়োজন বিবেচনায় জাতীয় কমিটি এ সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারবে। উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ২ বার অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে একাধিকবার সভা হতে পারে।

সাংগঠনিক কাঠামো:

নেটওয়ার্ক চার স্তরে বিন্যস্ত থাকবে, যথা- সাধারণ পরিষদ, জাতীয় কমিটি, জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি ও উপজেলা কমিটি। নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ জাতীয় কমিটি গঠন করবে। একইভাবে জেলা/সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হবে।

ক) সাধারণ পরিষদ: এই নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ পরিষদ ৩ স্তরে গঠিত হবে।

১. কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ: জাতীয় কমিটির বর্তমান সদস্য সংগঠন/নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে কমপক্ষে ১ জনসহ মোট ২জন এবং উপজেলা কমিটি কর্তৃক মনোনীত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে ১ জন সদস্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন। এছাড়াও জাতীয় কমিটি যাদেরকে মনোনয়ন দিবেন সে সকল সদস্য সংগঠন/নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন। বছরে ১ বার কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে, যা 'বার্ষিক সাধারণ সভা' হিসেবে অভিহিত হবে। কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ জাতীয় কমিটি নির্বাচন করবে। প্রতি ২ বছর পর জাতীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২য় বছর শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা 'জাতীয় সম্মেলন' হিসেবে অভিহিত হবে, যেখানে নতুন জাতীয় কমিটি নির্বাচিত হবে।

২. জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদ: জেলা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের সকল সদস্য সংগঠন/নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। বছরে কমপক্ষে ২ বার জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। বছর শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদের সভা 'বার্ষিক সাধারণ সভা' হিসেবে অভিহিত হবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদ জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি নির্বাচন করবে। প্রতি ২ বছর পর জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২য় বছর শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা 'জেলা/সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন' হিসেবে অভিহিত হবে, যেখানে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হবে।

৩. উপজেলা সাধারণ পরিয়দ উপজেলা পর্যায়ের সকল সদস্য সংগঠন/নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে উপজেলা সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। বছরে কমপক্ষে ২ বার উপজেলা সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। বছর শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত উপজেলা সাধারণ পরিষদের সভা 'বার্ষিক সাধারণ সভা' হিসেবে অভিহিত হবে। উপজেলা সাধারণ পরিষদ উপজেলা কমিটি নির্বাচন করবে। প্রতি ২ বছর পর উপজেলা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২য় বছর শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা ' উপজেলা সম্মেলন' হিসেবে অভিহিত হবে, যেখানে নতুন উপজেলা কমিটি নির্বাচিত হবে।

খ) জাতীয় কমিটি: নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে বা মনোনয়নে জাতীয় কমিটি গঠিত হবে। ১ জন চেয়ারম্যান, সর্বোচ্চ ৯ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১জন সাধারণ সম্পাদক, ২ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন অর্থ সম্পাদক ও সর্বোচ্চ ১১ জন সম্পাদক এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিসহ ৩৮ জন সদস্য নিয়ে মোট ৬১ জনের সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি গঠিত হবে। জাতীয় কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ বছর। জাতীয় কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ৩ বার অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

১. জাতীয় কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে সদস্যপদ প্রদান করবে;
২. জাতীয় কমিটি জেলা/সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা কমিটিকে অনুমোদন প্রদান করবে;
৩. জাতীয় কমিটি নেটওয়ার্কের নীতি ও সকল কাজের পরিকল্পনা অনুমোদন প্রদান করবে;
৪. নেটওয়ার্কের প্রয়োজনে যেকোন প্রকার বিধি ও উপ-বিধি অনুমোদন প্রদান করবে;
৫. নেটওয়ার্কের প্রয়োজনে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ প্রদান করবে;
৬. জাতীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

সম্পাদকমন্ডলী:

জাতীয় কমিটি গঠনের পর জাতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকদ্বয়, অর্থ-সম্পাদক এবং সম্পাদকদের সমন্বয়ে গঠিত 'সম্পাদকমন্ডলী' জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কাজগুলো সুচারুরূপে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী সম্পাদকমন্ডলী নিয়মিত তাদের সভা অনুষ্ঠান এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সম্পাদকমন্ডলী তাদের সকল কাজের জন্য জাতীয় কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। সম্পাদকমন্ডলীর সভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন। সম্পাদকমন্ডলীর কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

- সম্পাদকমন্ডলী নেটওয়ার্কের সকল কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাতীয় কমিটির অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
- সম্পাদকমন্ডলী নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় ফ্যাসিলিটেশনের ভূমিকা পালন করবে।
- সম্পাদকমন্ডলী সকল কমিটিসমূহের তথ্যসহ সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করবে;
- সম্পাদকমন্ডলী নেটওয়ার্কের বিশেষ কাজ/ইভেন্ট সম্পাদনের জন্য দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে;
- সম্পাদকমন্ডলী তাদের কাজের জন্য জাতীয় কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

গ) জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি:

নেটওয়ার্কের জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে বা মনোনয়নে জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠিত হবে। ১ জন সভাপতি, ২ জন সহ-সভাপতি, ১জন সাধারণ সম্পাদক, ২ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন অর্থ সম্পাদক ও সর্বোচ্চ ৪ জন সম্পাদক এবং সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ থেকে ৩১ জন। জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠনের পূর্বে জেলা পর্যায়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর, তা অনুমোদনের জন্য জাতীয় কমিটির নিকট পাঠাতে হবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ বছর। কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ৪ বার অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

১. জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি খাদ্য অধিকার বিষয়ে স্থানীয় ইস্যুসহ নেটওয়ার্কের জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।
২. কমিটি নেটওয়ার্কের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সদস্য সংগঠন ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।
৩. কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলায় গাইডলাইন অনুযায়ী কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং উপজেলা কমিটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করবে।
৪. কমিটি উপজেলা কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করবে।
৫. জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি তার সকল কাজের জন্য জাতীয় কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

সম্পাদকমন্ডলী:

জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠনের পর কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকদ্বয়, অর্থ-সম্পাদক এবং সম্পাদকদের সমন্বয়ে গঠিত 'সম্পাদকমন্ডলী' জেলা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কাজগুলো সুচারুরূপে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী 'সম্পাদকমন্ডলী' নিয়মিত তাদের সভা অনুষ্ঠান এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সম্পাদকমন্ডলীর সভায় সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন। সম্পাদকমন্ডলী তাদের সকল কাজের জন্য জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে

সম্পাদকমন্ডলীর কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

- জেলা/সিটি কর্পোরেশন সম্পাদকমন্ডলী স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় ফ্যাসিলিটেশনের ভূমিকা পালন করবে।
- সম্পাদকমন্ডলী কমিটিসমূহের তথ্যসহ সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করবে;
- সম্পাদকমন্ডলী তাদের কাজের জন্য জেলা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

ঘ) উপজেলা কমিটি:

উপজেলা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে বা মনোনয়নে উপজেলা কমিটি গঠিত হবে। ১ জন সভাপতি, ২ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ১ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন অর্থ সম্পাদক এবং ন্যূনতম ৩ জন থেকে সর্বোচ্চ ৯ জন সদস্যদের সমন্বয়ে উপজেলা কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৯ থেকে ১৫ জন। উপজেলা কমিটি গঠনের পূর্বে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর, তা অনুমোদনের জন্য জেলা কমিটির মাধ্যমে জাতীয় কমিটির নিকট পাঠাতে হবে। উপজেলা কমিটি উপজেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ বছর। কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ৪ বার অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

১. উপজেলা কমিটি খাদ্য অধিকার বিষয়ে স্থানীয় ইস্যুসহ নেটওয়ার্কের জাতীয় ও জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে;
২. উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করবে।
৩. উপজেলা কমিটি সকল কার্যক্রমের তথ্যসহ নথিপত্র সংরক্ষণ করবে;
৪. উপজেলা কমিটি তার কাজের জন্য জেলা কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

কো-অপ্ট/শূন্যপদ পূরণ:

পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্য কোন কারণবশত: সাধারণ পরিষদসমূহ এবং যেকোন কমিটির কোন পদ শূন্য হলে, সংশ্লিষ্ট কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেকোন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট কমিটির শূন্যপদে কো-অপ্ট করা যাবে। অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ:

জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক নেটওয়ার্কের জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং অব্যাহতি প্রদান করবে।

সভা:

সকল সাধারণ পরিষদের সভা ও নোটিশ:
কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা বছরে ১ বার অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক ২১ দিনের নোটিশে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। জেলা/সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পরিষদ ও উপজেলা সাধারণ পরিষদের সভা বছরে ২ বার অনুষ্ঠিত হবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশন ও উপজেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক ১৪ দিনের নোটিশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

জাতীয় কমিটির সভা ও নোটিশ:
জাতীয় কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে ৩ বার অনুষ্ঠিত হবে। চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সভা ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এবং জরুরী সভা ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করবেন।

জেলা/সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা কমিটির সভা ও নোটিশ:
জেলা/সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা কমিটির সভা প্রতি ৩ মাসে ১ বার অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রয়োজনে একাধিক সভা করা যেতে পারে। ৭ দিন আগে সভার নোটিশ দিতে হবে। নেটওয়ার্কের বিশেষ প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সংশ্লিষ্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

তলবী সভা:
গাইডলাইনে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সভা আহ্বান করা না হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য/সদস্যা লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট সভা আহ্বানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক ২১ দিনের মধ্যে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে, চেয়ারম্যানের নিকট সভা আহ্বানের জন্য আবেদন করতে হবে। চেয়ারম্যান ২১ দিনের মধ্যে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে, তলবী সভা আহ্বানের দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই সভা ডাকতে পারবেন। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে ও যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

মুলতুবী সভা:
কোন বিশেষ কারণে কিংবা কোরামের অভাবে কোন পরিষদের সভা মুলতুবী হলে, পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে একই আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে। উক্ত সভায় যতজন উপস্থিত থাকবেন ততজনেই কোরাম হবে।

কোরাম:

উপদেষ্টা পরিষদ, সকল সাধারণ পরিষদ ও জাতীয় কমিটির সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে। জেলা/সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা কমিটির সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

পদত্যাগ:

কোন সদস্য/সদস্যা পদত্যাগের ইচ্ছা করলে পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগপত্র দাখিল করা যাবে। এক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদকের নিকট; অন্যান্য কমিটির সভাপতি, সংশ্লিষ্ট সাধারণ সম্পাদকের নিকট এবং সাধারণ সম্পাদক চেয়ারম্যান/সভাপতির নিকট, অন্যান্য সকল কমিটির সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করতে পারবেন। পদত্যাগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি উর্ধ্বতন কমিটির (উপজেলা-জেলা কমিটি এবং জেলা কমিটি-জাতীয় কমিটি) সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। পদত্যাগপত্র দাখিলের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি সিদ্ধান্ত জানাতে ব্যর্থ হলে, পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সদস্যপদ বাতিল:

নেটওয়ার্কের কোন সংগঠন সদস্য ও ব্যক্তি সদস্য নেটওয়ার্ক কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা পরপর ২ বছর প্রদান না করলে, রাষ্ট্র বিরোধী কিংবা জনস্বার্থ বিরোধী কোন কার্যক্রমে লিপ্ত হলে, নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে, নেটওয়ার্ক বিরোধী কোন কার্যক্রমে লিপ্ত হলে এবং মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সে সংগঠন সদস্য ও ব্যক্তি সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হবে।

চুক্তিপত্র/সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন ও স্বাক্ষর:

জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সাদারণ সম্পাদক যে কোন বিষয়ে বেসরকারি দাতা সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিপত্র/সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন ও স্বাক্ষর করবে।

তহবিল:

১. নেটওয়ার্ক সদস্য সংগঠন, ব্যক্তিগত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদা এবং অনুদান;
২. বেসরকারি দাতা সংস্থার অনুদান;
৩. সরকারি অনুদান;
৪. যেকোন আধাসরকারি, অর্থ-লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও ব্যক্তির নিকট হতে অনুদান;
৫. অন্যান্য;

আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

নেটওয়ার্কের জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নেটওয়ার্কের নামে যে কোন সরকারি/বেসরকারি ব্যাংকের যে কোন শাখায় হিসাব খোলা যাবে। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ-সম্পাদকসহ মোট ৩ (তিন) জনের মধ্যে যেকোন ২ (দুই) জন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে। নেটওয়ার্কের খরচের ভাউচার জাতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

হিসাব নিরীক্ষা:

নেটওয়ার্কের প্রতি অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট করতে হবে। অডিট রিপোর্ট জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হতে হবে।

গাইডলাইন-এর ব্যাখ্যা এবং সংশোধনী ও সংযোজনী:

গাইডলাইন-এর যেকোন অনুচ্ছেদের লেখায় অস্পষ্টতা দেখা দিলে জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। গাইডলাইন-এর যেকোন অনুচ্ছেদের সংশোধন, পরিবর্তন, বাতিল ও সংযোজন করতে চাইলে, উক্ত প্রস্তাবিত বিষয় জাতীয় কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় কমিটির সভায় উহা আলোচিত হবে এবং গৃহীত হলে পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের 'বার্ষিক সাধারণ সভা' অথবা 'জাতীয় সম্মেলন'-এ উপস্থাপন করা হবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত বিষয় কার্যকরী হবে।